সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা-সউবাক

"Enhancing Service Delivery through Digital Platform-Based Public Hearing."

উদ্যোগী কর্মকর্তার নাম : মোছাঃ মোমিনুর জাহান
পদবী : উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
কর্মস্থল: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

১. গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification) (সমস্যার কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করুন):

উপজেলা নির্বাচন অফিসে গণশুনানির মাধ্যমে সেবা উন্নয়নের চেষ্টা থাকলেও বাস্তবে তা অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় না।প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব বড় একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।এছাড়া প্রচার ও সচেতনতার ঘাটতির কারণে সাধারণ মানুষ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করে না। অভিযোগ জানানোর বিভিন্ন মাধ্যম যেমন অনলাইন, মোবাইল অ্যাপ বা হেল্পলাইন সঠিকভাবে চালু না থাকায় যোগাযোগের দুর্বলতা দেখা দেয়। এতে জনগণের অভিযোগ সমাধানে বিলম্ব হয় এবং সেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ, নাগরিকদের আস্থা হ্রাস পায় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কমে যেতে পারে।

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result) (পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল উল্লেখ করুন):

পাইলটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে গণশুনানিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চালু করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট এলাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব। গণশুনানির আগে ব্যাপক প্রচার, কমিউনিটি সভা ও স্থানীয় নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ এবং তার ডিজিটাল ট্র্যাকিং চালু করা যেতে পারে। এসব উদ্যোগের ফলে সেবার মান উন্নত হবে এবং নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক চর্চা আরও শক্তিশালী হবে।

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

"Enhancing Service Delivery through Digital Platform-Based Public Hearing."

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

এই পাইলট উদ্যোগটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের আওতায় উপজেলা নির্বাচন অফিস, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ বাস্তবায়ন করবে, স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা আইসিটি অফিসার , সংশিষ্ট ইউনিয়ন এর জনপ্রতিনিধি,নেতৃস্থনীয় জনগন ও তরুণ সমাজের সহযোগিতায়।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

পাইলটিং হবে ভবের চর ইউনিয়ন, গজারিয়া উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ ।

(ঘ) পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নকে পাইলটিং বিবেচনায় নেয়ার পেছনে নিম্নোক্ত যৌক্তিকতা রয়েছে:

১. জনসংখ্যার ঘনত্ব ও সেবাগ্রহীতার চাপ:

ভবেরচর ইউনিয়নে জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি এবং এখানকার নির্বাচন অফিসে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় বেশি। ফলে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এখানে অধিক।

২. বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও দৃশ্যমান:

উপজেলা নির্বাচন অফিসে প্রাপ্ত অভিযোগ, গণশুনানিতে প্রাপ্ত মতামত ও মাঠপর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভবেরচর ইউনিয়নে সাধারণ মানুষের তথ্য ও অভিযোগ জানাতে সক্ষমতা ও সুযোগ তুলনামূলক কম, এবং সময়মত সেবা পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে।

৩. তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ও সম্ভাবনা:
ভবেরচরে ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্টফোন ব্যবহার এবং ডিজিটাল কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃত্বের আগ্রহ রয়েছে, যা ডিজিটাল গণশুনানি পাইলটিং-এর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

৪. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে ইতিবাচকতা:
ভবেরচর ইউনিয়নের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবং নাগরিক সমাজ ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি সেবা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই এ পাইলট প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উঁচু।

৫. ফলাফল মূল্যায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র:

পাইলট প্রকল্পের কার্যকারিতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তী স্কেলআপ-এর আগে একটি টার্গেটেড ইউনিয়নে প্রাথমিক ফলাফল যাচাই করা প্রয়োজন। ভবেরচর ইউনিয়নের বৈচিত্র্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য একটি আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

(ঙ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে

পাইলটিং শুরু: জুলাই–২০২৫,

পাইলটিং সমাপ্ত: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

(চ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

পাইলটিং এর ফলে উপকারভোগী ও অর্থ সাশ্রয়

উপকারভোগীর সংখ্যা ও ধরণ:

উপকারভোগীর ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
গণশুনানির সংখ্যা	১ বার	উপজেলাভিত্তিক
প্রযুক্তি মাধ্যমে উপকারভোগী	৭০ জন	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে

অর্থ সাশ্রয়ঃ

বিবরণ	পরিমাণ
প্রচলিত পদ্ধতিতে জনপ্রতি খরচ	২০০ টাকা
প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে খরচ	৫০ টাকা
নাগরিক সাশ্রয়	১৫০ টাকা
মোট সাশ্রয় (১৫০ × ৭০)	১০,৫০০ টাকা

৪.পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে? (Stakeholder Analysis & Their Management)

নির্বাচন অফিস স্টাফ

১. নির্বাচন অফিসার
→ পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকি করবেন।
→ গণশুনানির সময় সভাপতিত্ব করবেন এবং সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন।

২. সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা
→ অভিযোগ রেজিস্টার, নথিপত্র ও রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন।
→ অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সহায়তা করবেন।

৩. সহকারী প্রোগ্রামার ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
→ গণশুনানির দিন আয়োজনে সহায়তা করবেন ।
→ নাগরিকদের সেবা গ্রহণে দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা করবেন।

৪. ডেটা এন্ট্রি অপারেটর
→ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবেন।
→ তথ্য প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করবেন।

ইউনিয়ন এর জনপ্রতিনিধি
- সর্বিক সহযোগিতা,মাইকি ং,কবল টিভিতে প্রচার

শিক্ষার্থী
- প্রচারনায়
- সাধারণ জনগ্ণকে সাহায্য করবে

গণমাধমকর্মী
ব্যাপক প্রচারণায়

উপজেলার অন্যান্য অফিস

– সংশিষ্ট ইউনিয়নে তাদের অধঃস্তন কার্যালয় কে সম্পৃত্ত করা

তরুণ ও প্রযুক্তি–সচেতন নাগরিক

→ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগ জানাবেন।

→ অন্যদের ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে সহায়তা করবেন।

নির্বাচন অফিসের স্টাফরা পাইলটের পরিচালক ও বাস্তবায়নকারী, আর জনগণ এর প্রধান অংশগ্রহণকারী ও সুবিধাভোগী। উভয়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণে গণশুনানি হবে কার্যকর, স্বচ্ছ ও টেকসই।

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে? (Resource Mobilization)

১. মানবসম্পদ (Human Resources)

- নির্বাচন অফিসার ও সহকারী – পরিকল্পনা, তদারকি ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব।
- ডেটা এন্ট্রি অপারেটর – অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ।
- অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক ও কর্মচারী – গণশুনানী আয়োজন ও লজিস্টিক সহায়তা।
- সেচ্ছাসেবক / সচেতন নাগরিক – গণশুনানি প্রচার ও নাগরিক সহায়তা।
- জনপ্রতিনিধি,গনমাধ্যম কর্মী, উপজেলার অন্যান্য অফিস এর অধ:স্তন কর্মী, শিক্ষার্থী–জনগনের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য

২. প্রযুক্তি ও ডিজিটাল রিসোর্স

- কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ – অভিযোগ এন্ট্রি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা।
- প্রজেক্টর / সাউন্ড সিস্টেম – গণশুনানির কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযুক্তিগত সহায়তা।

৩. লজিস্টিক ও প্রশাসনিক রিসোর্স

- আসন, ব্যানার, স্ট্যান্ড – গণশুনানি আয়োজনে ব্যবহৃত উপকরণ।
- ট্রেনিং সামগ্রী – অফিস স্টাফদের কার্যকর ভাবে সম্পৃক্ত করতে প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবহৃত ম্যানুয়াল বা গাইড।
- অফিসিয়াল রেজুলেশন কপি / নোটিশ – শুনানির সিদ্ধান্ত ও ফলো–আপ নিশ্চিত করতে।

৪. আর্থিক সম্পদ (Budgetary Resources)

- পাবলিসিটি ও সচেতনতা কর্মসূচির জন্য – পোস্টার, লিফলেট, সামাজিক মাধ্যমে প্রচার।
- প্রশিক্ষণ ও মিটিং ব্যয় – স্টাফ ও অংশগ্রহণকারীদের ট্রেনিং ও আলোচনা সভা।
- এই সব রিসোর্স সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে পাইলট প্রকল্প হবে সফল, সাশ্রয়ী এবং জনবান্ধব।

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম (Details of Activities):

ক্রমিক	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমস্যার বিষয়/মন্তব্য
১	গণশুনানির সময়সূচি নির্ধারণ ও প্রচার	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১ম ও ২য় সপ্তাহ	প্রচার কম হওয়ায় অংশগ্রহণ কম হয়
২	স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ	নির্বাচন অফিসার	তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ	অংশগ্রহণমূলক করা
৩	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু (ফেইসবুক পেইজ এবং মেসেঞ্জার)	নির্বাচন অফিস ও আইটি টিম	২য় মাস	সেবা প্রাপ্তি সহজ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ
৪	গণশুনানি আয়োজন	উপজেলা নির্বাচন অফিস	৩য় মাস	ধারাবাহিকতা রক্ষা জরুরি

৭. পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে? (Sustainability Strategies)

১. উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও বন্ধ হওয়া রোধের কৌশল:

প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা নিশ্চিতকরণ: উপজেলা নির্বাচন অফিসের নিজস্ব পরিকল্পনা ও তদারকির মাধ্যমে সংস্কারটি পরিচালিত হবে।

বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্তি: বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করলে তা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা: মনিটরিং ও দিকনির্দেশনার জন্য জেলা পর্যায়ের সহায়তা গ্রহণ।

২. অভীষ্ট গ্রুপের নিকট জনপ্রিয় করার কৌশল:

সচেতনতামূলক প্রচার: স্থানীয় পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছানো।

গণশুনানিতে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান: অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু প্রশংসাপত্র বা স্বীকৃতি প্রদান।

৩. মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশল:
স্টাফ ও জনগণের মতামত গ্রহণ: সংক্ষিপ্ত স্ন্যাপশট বা জরিপের মাধ্যমে সেবার মান যাচাই করা।

মাসিক রিপোর্টিং: উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ।

৪. রেপ্লিকেশন/রোলিং আউট কৌশল:

একই মডেল সকল ইউনিয়নে প্রয়োগ: প্রাথমিক ইউনিয়নের সফলতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে অন্যান্য ইউনিয়নে বাস্তবায়ন।

প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃউপজেলার অন্য ইউনিয়নগুলোকে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

একীভূত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম:উপজেলা পর্যায়ে একটি একক অভিযোগ ও শুনানি ব্যবস্থা চালু।

৫. টেকসইকরণের কৌশল:

আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: গণশুনানি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা আইনি বাধ্যবাধকতায় অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রযুক্তির নিয়মিত হালনাগাদ: অনলাইন মাধ্যম হালনাগাদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

স্থানীয় সম্পৃক্ততা ও মালিকানা: জনগণ ও নির্বাচনী স্টাফদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা

ধন্যবাদ